সমকাল

তারিখ ... 21 APR 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৬ ...

রাবিতে জঙ্গি সন্দেহে ৩ শিক্ষার্থীকে পুলিশে দিয়েছে ছাত্রলীগ

■ রাবি প্রতিনিধি

জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে একজন এবং গতিবিধি সন্দেহ হওয়ায় আরও দুই শিক্ষার্থীসহ তিনজনকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেল পৌনে ৪টার দিকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের টুকিটাকি চত্বরে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তাদের পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

আটক তিন শিক্ষার্থী হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের জুবায়ের হোসেন, প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রাণবিজ্ঞান বিভাগের মাকসুদুল হক এবং ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা বিভাগের আল তৌফিক। তিনজনই প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী। তিনজনের মধ্যে জুবায়ের হোসেন সাংবাদিকদের সামনে স্বীকার করেছেন, অনলাইনে আইএসের বিভিন্ন কার্যক্রম তার ভালো লাগে।

জানা গেছে, গতকাল দুপুর ২টার দিকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের টুকিটাকি চত্বরে জুবায়ের হোসেনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। এ সময় তিনি স্বীকার করেন, আইএস অনলাইনের বিভিন্ন সাইটে যে কার্যক্রম পরিচালনা করে তা তার ভালো লাগে। জুবায়েরের মোবাইল থেকে তথ্য নিয়ে এরপর ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৬

রাবিতে জঙ্গি

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

ডেকে আনা হয় মাকসুদুল হককে। এ ঘটনায় দ্রুত স্থান ছেড়ে চলে যেতে দেখে সন্দেহ হওয়ায় আল তৌফিককেও জিজ্ঞাসাবাদ করেন ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। পরে তাদের পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

জিজ্ঞাসাবাদের সময় সাংবাদিকদের সামনে জুবায়ের হোসেন জানান, অনলাইনে আইএসের নামে যে প্রচার চালানো হয় তা ঠিক না বেঠিক বোঝার জন্য পোস্টগুলো পড়তেন তিনি। কোরআন-হাদিস নিয়ে সেখানে লেখা থাকে, জিহাদ সম্পর্কেও লেখা থাকে। তাদের লেখা তার ভালো লাগে। তাদের কার্যক্রম নিয়ে মাওলানাদের সঙ্গেও সে কথা বলেছেন। এসব বিষয় নিয়ে তিনি বিভ্রান্ত। তবে আইএসের কোনো কার্যক্রমে যুক্ত হননি তিনি।

এ সময় তার ফোন থেকেই তার ফেসবুক প্রোফাইল 'মধ্যরাতের অশ্বারোহী'তে গিয়ে বিভিন্ন পোস্ট এবং আইএসের বিভিন্ন বিষয় ও যুদ্ধের ভিডিও পাওয়া যায়। ঠিক ওই সময় তার ম্যাসেঞ্জারে বার্তা পাঠায় 'শেষ স্টেশন কবরস্থান' নামের আইডির মালিক মাকসুদুল হক। সেখানে লেখা ছিল, ছাত্রলীগ তাকে কিছু করেছে কি-না। পরে তাকে বিনোদপুর থেকে আটক করে নিয়ে আসেন ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা।

বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সভাপতি গোলাম কিবরিয়া বলেন, গত ক'দিন ধরে ফেসবুকে 'মধ্যরাতের অশ্বারোহী' আইডির ওপর নজর রাখছিলেন তাদের নেতাকর্মীরা। গতকাল তাকে জিজ্ঞাসাবাদের সময় জঙ্গি সম্পৃক্ততার কিছু প্রমাণ পাওয়া গেছে। আর তার সহযোগী হিসেবে মাকসুদুল হক ও আল তৌফিককে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

মতিহার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির বলেন, জঙ্গি সন্দেহে তিনজনকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে ছাত্রলীগ। ওই তিনজনকে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।